ঢাকার অদূরে আনন্দভ্রমণ

সালমা লুনা

রাজধানী ঢাকায় দম দেয়া পুতুলের জীবনে রীতিমতো অরুচি ধরে যায় মাঝে মধ্যে। স্বল্পকালীন অবসর পেয়ে সিদ্ধান্ত হলো ঢাকার আশপাশেই কোথাও যাওয়া হবে। যেই কথা সেই কাজ, খোঁজ পাওয়া গেল একটি রিসোর্টের। ঢাকার অদূরেই মাত্র দেড় ঘণ্টার পথ, গাজীপুরে রাঙামাটি ওয়াটার ফ্রন্ট রিসোর্টে যাওয়া হবে। বুকিং ঢাকা অফিসেই দেয়া হলো। এবার যাত্রা। আমরা সাতটি পরিবার যাচ্ছি, সঙ্গে বাচ্চা-কাচ্চাই দশজন। এর মধ্যে দুবছরের শিশু থেকে শুরু করে চৌদ্দ বছরের কিশোরও আছে।

নির্দিষ্ট দিনে শুরু হলো আমাদের যাত্রা। ঠিক হয়েছিল ভাড়া করা গাড়ি নিয়েই যাব। পথে আনন্দ করতে করতে যাওয়া যাবে। তিনটি মাইক্রোবাস ঠিক করা হয়েছিল আগেই। তারা নির্দিষ্ট সময়ে এসে একেকজনের বাসা থেকে সবাইকে তুলে নিল। আগেই ফোনে কথা হয়েছিল, আমরা পথেই আশুলিয়া বা কোনো সুন্দর জায়গা দেখে দাঁড়াব নাশতার জন্য।

নাশতার আয়োজনের ভার দেয়া হয়েছিল একেকজনের হাতে। কেউ শুকনো মিষ্টি, কেউ ডিম সেদ্ধ, অরেঞ্জ, কেউ-বা কলা, বাটার দেয়া ব্রেড, কেক এসব নিয়ে এসেছিল। রাস্তার পাশেই সুন্দর জায়গা দেখে দাঁড়ালাম। দাঁড়িয়েই নাশতা করলাম। ফটো শুট হলো ইচ্ছেমতো। শিশুরাই সবচেয়ে আনন্দ পাচ্ছিল। কারণ এবারে সবচেয়ে বড় টিম, মানুষ বেশি তাই তাদের সঙ্গীও বেশি।

অল্পক্ষণেই পৌছে গেলাম চন্দ্রার মোড়ে। চন্দ্রার মোড় থেকে কিছুদূর এগোলেই বাঁয়ের রাস্তায় বনের মধ্য দিয়ে চলল গাড়ি। বেশ ভালো লাগছিল, দুপাশে ঘরবাড়ি হালকা হয়ে আসতেই পুরো নির্জন এলাকার মধ্য দিয়ে যেতে যেতে বেশ ভয় ভয় লাগছিল। এত নির্জন, পাখির ডাক আলাদা করে শোনা যায়। বাচ্চারা বানর আর কাঠবিড়ালির খোঁজ করছিল। তেমন কিছু দেখা গেল না অবশ্য।

রিসোর্টের গেটে পৌছতে বেশিক্ষণ লাগল না। পথে পথে নির্দেশনা দেয়া ছিল, তাই খুঁজে পেতেও বেগ পেতে হয়নি। রিসোর্টে ঢুকে চোখ জুড়িয়ে গেল, নানারকম ফুলের মেলা! সবুজ আর সবুজ, তার মাঝে হলুদ, লাল, গোলাপি, বেগুনি রঙ-বেরঙের ফুল। সুইমিংপুল তিনটা, তার মধ্যে একটা বাচ্চাদের জন্যই শুধু। খেলার মাঠ, ইনডোর-আউটডোর সব ধরনের খেলার ব্যবস্থা আছে। আছে বারবিকিউ করার ব্যবস্থা। রেস্টুরেন্টে অর্ডার দিলেই চাহিদামতো খানাও পাওয়া যাবে। যেহেতু আমরা একটু বড় দল, তাই আমাদের একটু আগে অর্ডার করতে হবে। জেনে নিয়ে রুমে গেলাম। সব সুন্দর গোছানো টিপটপ। পুলসাইড কটেজ নেয়ায় বাড়তি সুবিধা পেলাম। জায়গাটা খুবই সুন্দর। যথারীতি ফুলে ফুলে ছাওয়া কটেজের চারপাশ।

সুইমিংপুলে নেমে দাপাদাপি করে বেশ খিদে পেয়ে গেল সবারই। একসঙ্গে রেস্টুরেন্টে গেলাম সবাই। প্রথম দিন দেখে আমাদের তারা বুফেতে খাবার সার্ভ করল। চিকেন, বিফ, ভর্তা, ভাজি, শাক, ডাল। খাওয়াও বেশ ভালো।

বিকালে রিসোর্টের চারপাশে পেঁচানো ঝিলে মাছ ধরা শুরু হলো। আমাদের দলে শৌখিন মাছ শিকারি ছিল দুজন। তারা বসে গেল মাছ ধরতে। পড়ন্ত বিকালের সূর্যাস্ত দেখলাম ঝিলপাড়ে বসে।

পরদিন ভোরে সবাই বেরিয়ে পড়লাম আণ্ডাবাচ্চাসহ। চারদিক ঘুরে দেখলাম, বেশ বড় জায়গা। ঘুরে দেখে নাশতা করলাম। প্রিমিয়াম কটেজে থাকার সুবিধা হিসেবে কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট পেলাম। খাওয়া শেষে বিশাল মাঠে নানা ধরনের খেলা এবং তারপর আবার সুইমিং।

রাতে ব্যাডমিন্টন খেলা, ক্যারম খেলা শেষে বারবিকিউ হলো ওদের কুকের তত্ত্বাবধানে। দেখা হলো থ্রি-ডি মুভিও। ওখানে থ্রি-ডি মুভি থিয়েটারও আছে একটি! অর্থাৎ সময় কাটানোতে যে যা খুশি পথ বেছে নিতে পারে। কিংবা শুধু হেঁটে বেড়িয়ে জায়গাটা দেখেও সময় পার করতে পারে অনায়াসে।

ভোরবেলা আমাদের নিতে গাড়ি এসে উপস্থিত। আগেই বলা ছিল। তৈরি হয়ে রওনা হলাম নিজেদের ঠিকানার উদ্দেশে। দেশ-বিদেশে দূর-দুরান্তে না গিয়েও বেশ সুন্দর বেড়ানোর জায়গা আজকাল ঢাকার আশপাশেই অনেক তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে এ রিসোর্টগুলো মানুষের অবসর কাটানোর এক সহজ আর সুন্দর পথ তৈরি করে দিয়েছে, যা মোটামুটি সুলভ আর আনন্দদায়ক তো বটেই। ■